দুনিয়ার মজদুর এক হও

১৪ জুলাই কমরেড কামরুল মাস্টার এর ১৬ তম শহীদ দিবস পালন করুন!

“প্রথমত আমরা মনে করি গণতান্ত্রিক বিপ্লব একমাত্র সশস্ত্র সংগ্রাম ,অর্থাৎ জনযুদ্ধের মারফতই সফল হতে পারে। দ্বিতীয়ত এই জনযুদ্ধে কেন্দ্র ও প্রধান শক্তি হচ্ছে গ্রাম ও কৃষকশ্রেণী। এই জনযুদ্ধ হচ্ছে কৃষকযুদ্ধ। তৃতীয়ত এই জনযুদ্ধ সফল হতে পারে একমাত্র চেয়ারম্যান মাও এর চিন্তাধারায়।”** **–কমরেড চারু মজুমদার

শহীদ কমরেড কামরুল মাস্টার ছিলেন পূর্ববাঙলার জনগণের অন্যতম প্রধান নেতা। জনতার এই সূর্যসন্তানকে ২০০৬ সালের ১২জুলাই রাজধানী ঢাকা থেকে শাসক-শোষক শ্রেণীর তৎকালীন পাহারাদার বিএনপি জামাত সরকারের পেটোয়া র‌্যাব বাহিনী গ্রেপ্তার করে। তথাকথিত আইনের তোয়াক্কা না করে তার ওপর নির্মম অত্যাচার চালানো হয়। পরবর্তীতে পাবনার আট মাইলে ভূয়া ক্রসফায়ারে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

জনগণের এই পরীক্ষিত নেতা কমরেড কামরুল মাস্টার ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে সংযুক্ত হন। তিনি **১৯৭১** সালে পার্টির পরিচালিত সশস্ত্র সংগ্রামে সরাসরি অংশ নেন। তিনি পাবনা জেলার সমগ্র গ্রামাঞ্চলে পার্টি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। **১৯৭৪** সালে তিনি শেখ মুজিবের ঠ্যাঙাড়ে রক্ষীবাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হন এবং কয়েক বছর কারান্তরীণ থাকেন। **১৯৭৭** সালে তিনি জেল থেকে মুক্ত হয়ে মাও সেতুং এর চিন্তাধারা ও কমরেড চারু মজুমদারের শিক্ষাকে উর্দ্ধে তুলে ধরেন। **১৯৭৯** সালে তিনি পূর্ববাঙলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম.এল) এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। **১৯৮৯** সালে তিনি কিছু সময় পার্টির কেন্দ্রীয় সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি পার্টির তাত্ত্বিক ভিত্তিকে এগিয়ে নেয়া, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তব অনুশীলণে আজীবন যুক্ত থেকেছেন। কমরেড কামরুল মাস্টার পাবনা জেলা ও পরবর্তীতে সমগ্র রাজশাহী বিভাগে সংগঠনের বিকাশে সফলতার স্বাক্ষর রাখেন। এছাড়া দক্ষিণ এশীয় মাওবাদীদের ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত থেকে তিনি আর্ন্তজাতিক বিভাগের কর্মকান্ডও পরিচালনা করেছেন।

বিপ্লবী বন্ধুগণ, বর্তমান সময়ে মার্কিনসহ অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের পদলেহী ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সরকার অনবরত জনগণের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে গুম-খুন-ক্রসফায়ার। কমরেড কামরুল মাস্টারের মত শত শত কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের হত্যা করে শাসক শ্রেণীর এই রাষ্ট্রযন্ত্র জনগণের বিপ্লবী পথের বিকাশকে সাময়িক ভাবে রুদ্ধ করেছে। কিন্তু শহীদ কমরেডদের প্রতিটি রক্তকণা থেকে আরও আত্মত্যাগী বিপ্লবীর জন্ম হয়। অবশ্যই জনগণ তাদের প্রকৃত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত শোষণ মুক্তির লড়াই চালিয়ে যাবেন।

তাই, এলাকাভিত্তিক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পথে গেরিলা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে জনযুদ্ধকে বিকশিত করতে হবে। নিপীড়িত জনতার সশস্ত্র প্রতিরোধের মাধ্যমে উচ্ছেদ করতে হবে এই ফ্যাসিস্ট সরকার ও তার রাষ্ট্রব্যবস্থাকে। পূর্ববাঙলার কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী) বিপ্লবাকাঙ্খী ব্যক্তিবর্গ, গণতান্ত্রিক সংগঠনসমূহকে একটি জনগণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েমের লড়াইয়ে সংযুক্ত হবার আহ্বান জানায়।

আজকের যুগে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের মতাদর্শকে উর্দ্ধে তুলে ধরে একটি শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি গঠন ও তার অধীনে একটি বিপ্লবী বাহিনী এবং জনগণের যুক্তফ্রন্ট গঠনই পার্টির প্রধান কাজ। সেক্ষেত্রে, কমরেড চারু মজুমদারের যোগ্য শিষ্য হিসেবে শহীদ কমরেড কে. এম বলেছেন-“কৃষি বিপ্লব, গেরিলা যুদ্ধ এবং শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালনায় নেতৃত্ব দিতে সক্ষম কেবলমাত্র শ্রমিক এবং দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষক। শ্রমিক এবং দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের উপর নির্ভর করেই এ লড়াই চালিয়ে নেওয়া সম্ভব। তাদেরকে পার্টি ও বাহিনী নেতৃত্বে উন্নীত করার, তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমাদের সর্বশক্তি, সমগ্র প্রচেষ্টাকে নিয়োগ করতে হবে।”

আসুন, পেটিবূর্জোয়া সুলভ ডান-বাম সুবিধাবাদকে পরাজিত করে কমরেড কামরুল মাস্টারসহ শত শত শহীদের আত্মত্যাগের পথকে উর্দ্ধে তুলে ধরি। শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি ও শ্রেণীনির্ভর হয়ে, শ্রেণী লাইন আকড়ে ধরে গেরিলা যুদ্ধের বিকাশের মধ্য দিয়ে জনযুদ্ধ গড়ে তুলি।

শহীদ কমরেড কামরুল মাস্টার লাল সালাম!
পূর্ববাঙলার জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব জিন্দাবাদ!
মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ জিন্দাবাদ

পূর্ববাঙলার কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)

কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি **জুলাই/২০২২**